দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... FEB 07 2000 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ...

চঃবিঃ'র অচলাবস্থার ৫০ দিন কেটেছে
ফায়দা লুটছেন একশ্রেণীর শিক্ষক

৮-এর পৃষ্ঠার পর

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলসহ সমমনা সংগঠনগুলো সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য গঠন করে যে দুর্বার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে, তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মকাণ্ড স্তব্ধ হয়ে যায়। একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়েছে। শত শত পরীক্ষা স্থগিত হয়ে আছে। প্রথম বর্ষ অনার্সের ভর্তি কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়েছে। এমনকি ক্যাম্পাসে বসবাসরত শিক্ষক-কর্মচারীসহ কয়েক হাজার নিরীহ বাসিন্দা দিনের পর দিন কার্যত বন্দী জীবনযাপন করছেন। এমনকি কোন খাদ্যসামগ্রী কেনাকাটার জন্যও তারা ক্যাম্পাসের বাইরে যেতে পারছেন না। এ অবস্থার উত্তরণে সিন্ডিকেট কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি যখন ছাত্র সংগঠনগুলোর সাথে আলোচনা শুরু করছিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই সরকারের উর্ধ্বতন মহলের নির্দেশে গত ২৪ ডিসেম্বর মধ্যরাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহে ঘুমন্ত ৫৪ জন শিবির কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। ফলে সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় এবং পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষকসহ বিভিন্ন মহল এই ৫৪ জন ছাত্রকে মুক্তি দিয়ে আলোচনার একটি পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন বারবার। কিন্তু এসব অনুরোধের প্রতি কোন কর্ণপাত না করে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক এক সপ্তাহ পর গ্রেফতারকৃতদের ডিটেনশনে পাঠায়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক বিষয়টি বর্তমানে জাতীয় রাজনীতির সাথে একীভূত হয়ে গেছে। এজন্য সংশ্লিষ্ট মহল কর্তৃপক্ষের রাজনৈতিক চিন্তাপ্রসূত সিদ্ধান্তকে দায়ী করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন সূত্র গভীর উদ্বেগের সাথে এই প্রতিবেদককে জানান, ৫০ দিন যাবৎ অচল বিশ্ববিদ্যালয়টিকে সচল করতে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিরা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ শুধু নয়, এই মৃত বিশ্ববিদ্যালয়টি এখন এসব আওয়ামী শিক্ষকের রাজনৈতিক ফায়দা লুটার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবেও পরিণত হচ্ছে। ভিসি-প্রোভিসির পারস্পরিক দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে তারা নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। নিরীহ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের দুর্বিষহ জীবনের প্রতি তাদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। এমনকি এ ব্যাপারে ভিন্নমতাবলম্বী শিক্ষকদের ব্ল্যাক মেইলিং করার কাজেও তারা রীতিমত কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন। এ অবস্থায় শিক্ষক-কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত ক্যাম্পাস কমিটি গভীর উদ্বেগ ও নিন্দা প্রকাশ করেছে। গত শনিবার কমিটির সভাপতি ও সাবেক প্রোভিসি ডঃ এম বদিউল আলমের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ভিসি প্রফেসর আবদুল মান্নানের কাছে এক স্মারকলিপি প্রদান করেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, রাজনৈতিক চিন্তাপ্রসূত কর্মকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্রমশ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আর এর খেসারত দিচ্ছে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ। বিশেষ করে ক্যাম্পাসবাসীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন নিরপেক্ষ না হলে পরিস্থিতি আরও মারাত্মক রূপ নিতে পারে। ক্যাম্পাস কমিটির নেতৃবৃন্দ সম্প্রতি চট্টগ্রামের একটি দৈনিকে 'কর্তৃপক্ষ কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হলে শিক্ষকদের পক্ষ থেকে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হবে' মর্মে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ জানান এবং বলেন, ক্যাম্পাস কমিটির সাথে বিরাজমান অবস্থার কোন সম্পর্ক নেই।

ক্যাম্পাস কমিটি ক্যাম্পাসে বসবাসরত শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমস্যাবলী সমাধানে ভূমিকা পালন করে। প্রতিনিধি দলে প্রফেসর ডঃ সিদ্দিক আহমদ চৌধুরী, প্রফেসর বদিউল আলম, ডঃ আব্দুল বাসেত, ডঃ ফসিউল আলমসহ অন্য সিনিয়র শিক্ষক ও কর্মকর্তাগণ ছিলেন।

এদিকে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির এক সভা সমিতির সহ-সভাপতি ডঃ আমিন উদ্দিন মৃধার সভাপতিত্বে শহর ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাজমান অবস্থায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সভায় এক প্রস্তাবে সড়ক দুর্ঘটনায় ভিসির আহত হওয়ার সাথে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের আন্দোলনের কোন সম্পর্ক আছে কিনা খতিয়ে দেখার দাবী জানানো হয়। সভায় অপর এক প্রস্তাবে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর মোহাম্মদ হোসেনের মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়।

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের সমাবেশ

ক্যাম্পাসে লাগাতার অবরোধের পাশাপাশি ঘোষিত কর্মসূচীর প্রথম দিনে গতকাল ভার্সিটির ২ নম্বর গেটে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের বিক্ষোভ সমাবেশ ভার্সিটি শিবির সভাপতি মুজিবুর রহমান মঞ্জুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় হুইপ সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম এমপি এতে প্রধান অতিথি ও শিবিরের সেক্রেটারী জেনারেল নূরুল ইসলাম বুলবুল প্রধান বক্তা ছিলেন।

অন্যান্যের মধ্যে জামায়াত নেতা অধ্যাপক আহসান উল্লাহ, চাকসু এজিএস মাহবুবের রহমান শামীমসহ সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সমাবেশে সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম এমপি বলেন, আগামী ১১ তারিখের মধ্যে গ্রেফতারকৃত ৫৪ জন ছাত্রের মুক্তি ও ছাত্রলীগ ক্যাডারদের গ্রেফতার করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা না হলে চলমান আন্দোলনের পাশাপাশি চট্টগ্রাম-রাঙামাটি মহাসড়ক অনির্দিষ্টকালের জন্য অবরোধ করা হবে।